হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং- ৬৫৭৭/২০১৭

মোঃ হাসানুজ্জামান ওরফে পলাশ

----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য

----প্রতিপক্ষদ্বয়।

এ্যাডভোকেট মোঃ আব্দুস ছামাদ

----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট এ,কে,এম ফজলুল হক

----দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল

----রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানীর তারিখঃ ০৭.০২.২০২৩, ২৬.০২.২০৩, ০৬.০৪.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ২১.০৫.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ বিশেষ জজ, পাবনা কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ০২/২০১৪ [(জি,আর মোকদ্দমা নং ২৭৯/২০১২ (পাবনা), পাবনা থানার মামলা নং ৩৪ তারিখ ১৮.০৬.২০১২ হতে উদ্ভুত)]-এ বিগত ইংরেজী ১০.০৪.২০১৭ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশের আসামী মোঃ হাসানুজ্জামানের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪০৯ ধারায় অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত পেয়ে উক্ত ধারায় তাকে দোষী সাব্যস্থক্রমে উক্ত ধারার অপরাধে তাকে ০৭(সাত) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ৫০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে ০৩(তিন)মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং দন্ডবিধি ৪৭৭(এ) ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হওয়ায় দোষী সাব্যস্থক্রমে ০৩(তিন) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ৩০০০/-(তিন হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে ০২(দুই) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ৫(২) ধারার অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় ০৫(পাঁচ) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ৬৬.৩৯ লক্ষ টাকা জরিমানা প্রদানের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী আপীল।

আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ আব্দুস ছামাদ বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		উপস্থাপন করেন। অপরদিকে জনাব এ,কে,এম ফজলুল হক, দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।
		অত্র ফৌজদারী আপীল দরখাস্ত এবং নথী পর্যালোচনা করলাম। আপীলকারীপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ আব্দুস ছামাদ এবং দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এ,কে,এম ফজলুল হক এর যুক্তিতর্ক শ্রবন করলাম।
		গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ বিশেষ জজ, বিশেষ জজ আদালত, পাবনা কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ০২/২০১৪ -এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১০.০৪.২০১৭ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-
		"সংক্ষেপে প্রসিকিউশন পক্ষের কেস হচ্ছে যে, আসামী মোঃ হাসানুজ্জামান, জুনিয়র অফিসার প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, পাবনা শাখা, পাবনা সে গত ১৯.০৫.২০১০ ইং তারিখ হতে প্রাইম ব্যাংক লিঃ পাবনা শাখায় কর্মরত আছে। গত ০২.০১.২০১২ ইং তারিখ সকাল ১০ টা হতে ০৭.০৫.১২ ইং তারিখ বিকাল ০৬টা পর্যন্ত মধ্যবর্তী যে কোন সময়ে ব্যাংকের আনুমানিক ১৭৩.৫৬ লক্ষ টাকা (যা ভবিষ্যতে সঠিক হিসাব অন্তে বৃদ্ধি পেতে পারে) প্রতারনা ও জালিয়াতির মাধ্যমে অবৈধভাবে আত্মসাৎ করেছে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা যায় যে, মোঃ হাসানুজ্জামান, জুনিয়র অফিসার, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, পাবনা শাখা, পাবনা সে সোনালী ব্যাংক লিঃ পাবনা শাখা, পাবনার মাধ্যমে পরিচালিত ক্লিয়ারিং হাউজে প্রাইম ব্যাংক লিঃ, পাবনা শাখার প্রতিনিধি হিসেবে লেনদেন করত। দায়িত্ব পালন করার সময় সে আনুমানিক ছয় মাস পূর্ব হতে বিভিন্ন সময়ে পরিকল্পিত উপায়ে ব্যাংকের ক্লিয়ারিং হাউজের মাধ্যমে ও OBC(Outward Bills for Collection)/IBC (Inward Bills for Collection) র টাকা প্রাপকের হিসাবে জমা না করে প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে সুকৌশলে তা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেছে। এছাড়া প্রাইম ব্যাংকলিঃ পাবনা শাখা হতে ব্যাংকের ঢাকাস্থ মতিঝিল শাখায় প্রেরিতব্য রেমিট্যান্স সোনালী ব্যাংকের তিনটি চেকঃ
		১। চেক নম্বর ৩০৫৭৭০০ টাকার পরিমান ৪০,০০,০০০/-(চল্লিশ লক্ষ) তারিখ ২১.০৩.১২।
		২। চেক নম্বর ৫১৭৫৯১২ টাকার পরিমান ৪০,০০,০০০/-(চল্লিশ লক্ষ) তারিখ ১৫.০৪.১২।
		৩। চেক নম্বর ৫১৭৫৯১৫ টাকার পরিমান ১,৪৫,০০,০০০/- (এক কোটি পয়তাল্লিশ লক্ষ) তারিখ ২২.০৪.১২।
		সোনালী ব্যাংকে জমা না দিয়ে সোনালী ব্যাংকের কস্ট মেমো জালিয়াতি করে প্রাইম ব্যাংক লিঃ পাবনা শাখায় রেমিট্যান্স এর ভাউচার তৈরী করে ভুয়া রেমিট্যান্স দেখিয়েছে এবং তার পরিচিত ও ঘনিষ্ট বিভিন্ন গ্রাহকের হিসাবে ভুয়া চেক কালেকশন দেখায়ে আত্মসাৎ করেছে। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত হিসাব মতে আত্মসাতের আনুমানিক মোট পরিমান ১৭৩.৫৬ লক্ষ টাকা (যা ভবিষ্যতে সঠিক হিসাব অন্তে বৃদ্ধি পেতে পারে) বিষয়টি এজাহারকারী গত ২১.০৫.১২ইং তারিখে ব্যাংকের ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়কে লিখিতভাবে অবহিত করেন।
		ইতোমধ্যে অভিযুক্ত মোঃ হাসানুজ্জামান, জুনিয়র অফিসার আত্মসাৎকৃত অর্থের মধ্যে

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		১০৭.১৪ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছে এবং অবশিষ্ট ৬৬.৩৯ লক্ষ টাকা (যা ভবিষ্যতে বৃদ্ধি হতে পারে) আগামী ৩০.০৬.১২ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করবে বলে লিখিতভাবে অংগীকার করেন এবং আত্মসাতের সাথে ব্যাংকের অন্য কোন কর্মকর্তা কর্মচারী জড়িত নয় বলে জানান।
		এজাহারকারী খন্দকার আব্দুল মতিন, ব্যবস্থাপক, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, পাবনা শাখা, পাবনা বিগত ১৬.০৬.১২ইং তারিখে পাবনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে একটি টাইপকৃত এজাহার দায়ের করলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রাথমিক তথ্য বিবরনী ফরম পুরন করে থানার মামলা নং ৩৪, তারিখ ১৮.০৬.১২ইং ধারা দন্ডবিধির ৪০৯/৪৭৭ ধারা এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) রুজু করেন এবং মামলার তদন্তভার তৎকালীন দুর্নীতি দমন কমিশন এর উপর ন্যস্ত করেন। মামলাটি জেলা দুর্নীতি দমন কমিশন এর উপ পরিচালক আব্দুল করিম এবং মোহাঃ মোশারফ হোসেন, উপ পরিচালক, দুদক, সজেক, পাবনা তদন্ত করেন। তদন্তে অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হলে আসামীর বিরুদ্ধে পাবনা থানার অভিযোগ পত্র নং ৩১৭ তারিখ ২৯.০৭.১৩ ইং ধারা দন্ডবিধি ৪০৯/৪৭৭ তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) দাখিল করেন।
		মামলাটি বিচারের জন্য প্রস্তুত হওয়ার পর বিজ্ঞ সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত, পাবনাতে প্রেরিত হলে বিগত ১১.১১.১৩ ইং তারিখে স্পেশাল ০৯/২০১৩ নম্বর ভুক্ত হয়। পরবর্তীতে অত্রাদালতে প্রেরিত হলে ১০.০৬.২০১৪ ইং তারিখে স্পেশাল ০২/২০১৪ নম্বরভুক্ত হয়। গত ২৪.০৫.২০১৫ ইং তারিখ আসামীর উপস্থিতিতে দন্ডবিধির ৪০৯, ৪৭৭-এ/১০৯ তৎসহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অভিযোগ গঠন করে গঠিত অভিযোগ আসামীকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শুনানো হলে সে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবী করে বিচার প্রার্থনা করে।
		প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহন সমাপ্ত হওয়ার পর আসামী পলাতক থাকায় ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারা মোতাবেক পরীক্ষা করা গেল না।
		আসামীর যে ডিফেন্স কেস পাওয়া যায় তা হলো, তিনি নির্দোষ।
		বিচার্য বিষয়ঃ-
		১। অভিযোগে বর্ণিত মতে আসামী মোঃ হাসানুজ্জামান ওরফে পলাশ ৬৬.৩৯/- লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছে কি?
		২। প্রসিকিউশন পক্ষ আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে কি?
		৩। আসামীকে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে দোষী সাব্যস্তক্রমে দন্ড প্রদান করা যায় কি?
		আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ
		বিচার্য বিষয়গুলি আলোচনার সুবিধার্থে একত্রে নেয়া হল।
		যুক্তিতর্ক শুনানীকালে বিজ্ঞ বিশেষ পিপি নিবেদন করেন যে, আসামী হাসানুজ্জামান ওরফে পলাশ ৬৬.৩৯/- লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছে তার পক্ষের ১০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য হতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে। সে জন্য আসামীকে দোষী সাব্যস্তক্রমে দন্ড প্রদানযোগ্য।
		অপরদিকে আসামী পলাতক।
		পি,ডব্লিউ-১ এ,বি,এম হাবিবুর রহমান জবানবন্দীতে বলেন যে, আমি এ,বি,এম হাবিবুর রহমান। ঘটনার সময় ঢাকা প্রধান কার্যালয়ে অডিট ডিপার্টমেন্টে ছিলাম। ০৬.০৬.১২ ইং তারিখে প্রাইম ব্যাংক পাবনা শাখায় অডিট করি। এই সেই অডিট রিপোর্ট প্রদঃ ১। আমার স্বাক্ষর প্রদঃ

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		১/১। *জেরাতে পি,ডব্লিউ-১ বলেন যে, আমি সরাসরি অডিট রিপোর্ট আই,ও এর কাছে জমা দেই নাই। আমার অডিট রিপোর্ট সঠিক নয় সত্য নয়।* *পি,ডব্লিউ-২ এ,কে,এম এনামুল হক জবানবন্দীতে বলেন যে, গত ২৫.০৩.২০১৩ এবং ২৫.০৪.২০১৩ ইং তারিখে আমার সামনে জব্দ তালিকা হয়। এই সেই জব্দ তালিকা সমুহ প্রদঃ ২ ও ৩ এবং এই আমার স্বাক্ষর প্রদঃ ২/১ ও ৩/১।* *জেরাতে পি,ডব্লিউ-২ বলেন যে, সাক্ষীদের ঘরে আমার স্বাক্ষর নাই। প্রস্তুত কারক হিসাবে স্বাক্ষর নাই। আমার কাছে যে সমস্ত কাগজপত্র জব্দ করেছে তা এই মুহুর্তে নাই। চাইলে দিতে পারিব। কি কি কাগজ জব্দ করেছে তা না দেখে বলতে পারিব না।* *পি,ডব্লিউ-৩ মোঃ তরিকুল ইসলাম বলেন যে, গত ০৬.০৬.১২ ইং তারিখে জনাব হাবিবুর রহমানের সাথে অডিট কাজে নিয়োজিত ছিলাম। এই সেই অডিট রিপোর্ট এবং এই আমার স্বাক্ষর প্রদঃ ১(২)।* *জেরাতে এই সাক্ষী বলেন যে, সঠিকভাবে অডিট রিপোর্ট করি নাই সত্য নহে। অডিট রিপোর্ট নিজে লিখি নাই সত্য নহে।* *পি,ডব্লিউ-৪ আব্দুল মতিন বলেন আমি এজাহারকারী। আসামী হাসানুজ্জামান, পিতা- হায়দার আলী। শরীফ মসিউর রহমান, সড়ক পুরাতন কসবা পুলিশ লাইনস গেট যশোর। সে প্রাইম ব্যাংক পাবনা শাখায় ১৯.০৬.১০ইং তারিখে জুনিয়র অফিসার হিসাবে কর্মরত ছিল। সে ০২.০১.১২ইং তারিখ থেকে ০৭.০৫.১২ এর মধ্যবর্তী সময়ে ব্যাংকের ১৭৩.৫৬০০০/- টাকা আত্মসাৎ করেছে। সে ক্লিয়ারিং হাউজ এর দায়িত্ব পালন করে। দায়িত্ব পালন কালে টাকা কালেকশন করে গ্রাহকের হিসাবে জমা না করে জালিয়াতি করে টাকা আত্মসাৎ করেছে। আমরা টি,টি, করার জন্য ২১.০৩.১২ তারিখে ৪০ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করি আসামীকে, ২২.০৪.১২ তারিখে ১.৪৫ কোটি টাকার, ১৫.০৪.১২ তারিখে ৪০ লক্ষ টাকার টি.টি. করার জন্য আসামীর কাছে প্রদান করা হয়। সে উক্ত টাকা পাঠায় নাই এবং উহা থেকে কিছু টাকা আত্মসাৎ করে। সে মোট ১৭৩৫৬০০০/- টাকা আত্মসাৎ করে। এই সেই এজাহার প্রদঃ ৪, উহাতে আমার স্বাক্ষর প্রদঃ ৪/১। আসামী টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য লিখিত অঙ্গীকারনামা দাখিল করেছে। ১৪.০৯.১৪ তারিখে ১টা অঙ্গীকারনামা দাখিল করে।* *আসামী পলাতক থাকায় জেরা করা হয়নি।* *পি,ডব্লিউ-৫ আঃ ওয়াদুদ বলেন ২৫.০৩.১৩ তারিখে বেলা ১৫.০০ টায় দুদকের উপ-পরিচালক কিছু কাগজ জব্দ করে। সেই জব্দ তালিকায় আমি স্বাক্ষর করি। উহাতে আমার সই প্রদঃ ২/২। ২৫.০৪.১৩ তারিখের জব্দ তালিকায় আমার স্বাক্ষর প্রদঃ ৩/২।* *আসামী পলাতক থাকায় জেরা করা হয়নি।* *পি,ডব্লিউ-৬ আঃ হান্নান বলেন যে, ২৫.০৩.১৩ তারিখে জব্দ তালিকায় আমার স্বাক্ষর প্রদঃ ২/৩। ২৫.০৪.১৩ তারিখে আমার সই প্রদঃ-৩/৩। দুদক কর্মকর্তা জব্দ তালিকা করে।* *আসামী পলাতক থাকায় জেরা করা হয়নি।* *পি,ডব্লিউ-৭ শাফকাত উল আলম জবানবন্দিতে বলেন যে, ঘটনার সময় পাবনা প্রাইম ব্যাংকে কর্মরত ছিলাম। ১০/৫-১০-১৬/০৮/১৬ পর্যন্ত কর্মরত ছিলাম। ব্যাংক সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য ২৯.১১.১১ তারিখে ব্যাংক আদেশ হয়। আসামী হাসানুজ্জামান কে ক্লিয়ারিং এর দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২০১২/মে মাসের প্রথম সপ্তাহে একটা লেনদেন বিষয়ে অসংগতি মনে হয়। উহা আমি আব্দুর রহমানে সাথে ম্যানেজার আঃ মতিনকে জানায়। তখন ম্যানেজার সাহেব হাসানুজ্জামানকে*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জিজ্ঞাসাবাদ করতে বলে। জিজ্ঞাসাবাদে হাসানুজ্জামান এক পর্যায়ে টাকা আত্মসাতের কথা স্বীকার করে এবং নোটারী পাবলিক এর মাধ্যমে হলফনামা দেয়। হাসানুজ্জামানের স্ত্রীও একটা হলফনামা দেয় যে তার স্বামী টাকা আত্মসাৎ করেছে। আসামী ১,৯৮,৭১৮৭৭/০৪ টাকা আত্মসাৎ করেছে। ১,২৬,১৬,২৮০/০৪ টাকা আসামী পরিশোধ করে। ৭২৫৫৫৯৮/- টাকা এখন পর্যন্ত আসামী পরিশোধ করে নাই। আসামী পলাতক থাকায় জেরা করা হয়নি। পি,ডব্লিউ-৮ আব্দুর রহমান জবানবন্দিতে বলেন ১৯.০৫.১০ ইং তারিখে প্রাইম ব্যাংক পাবনা শাখায় কর্মরত ছিলাম। ০৮.১০১৫ইং তারিখ পর্যন্ত পাবনা শাখায় ছিলাম। ২০১২ সালের মে মাসে আসামী হাসানুজ্জামান ব্যাংকের ক্লিয়ারিং শাখায় কর্মরত ছিল। আমি সাধারন ব্যাংকিং ও লোন শাখায় ছিলাম। আসামী ২০১২ সালের মে মাসের একটা লেনদেন বিষয়ে সন্দেহ হয়। আমি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করি। আসামী আমাদের কাছে স্বীকার করে যে সে অর্থ আত্মসাৎ করেছে। ১৭০০০০০/- টাকা আসামী ফেরত দেয় এবং ১৯৮৭১৮৭৭/০৪ টাকা আত্মসাতের তথ্য সর্ব শেষে উৎঘাটিত হয়। পরে ১২৬১৬২৮০/০৪ টাকা পরিশোধ করে। ৭২৫৫৫৯৭/- টাকা আসামীর কাছে পাওনা আছে এক আসামী উহা আত্মসাৎ করেছে। ২৭.০৫.১২ তারিখের ৩টা অঙ্গীকার নামা প্রদঃ ৫ সিরিজ। আসামী পলাতক থাকায় জেরা করা সম্ভব হয়নি। পি,ডব্লিউ-৯ আব্দুল করিম জবানবন্দিতে বলেন আমি পাবনাতে কর্মরত থাকাকালে অত্র মামলার তদন্তভার আমার উপর অর্পিত হয়। আমি তদন্ত করাকালে প্রাইম ব্যাংকে কাগজপত্র জমা দেওয়ার জন্য চিঠি দেই। প্রাইম ব্যাংক থেকে অডিট রিপোর্ট প্রদান করে এবং এই মামলায় আলামত হিসাবে পায়। পরে আমার অন্যত্র বদলী হলে আমি তদন্তভার হস্তান্তর করে চলে যাই। আসামী পলাতক থাকায় জেরা করা হয়নি। পি,ডব্লিউ-১০ মোশারফ হোসেন জবানবন্দিতে বলেন, এই মামলা আমি তদন্ত করি। ০৩.০৩.১২ ইং তারিখে আমি তদন্তভার গ্রহন করি। মামলা তদন্তকালে ২৫.০৩.১৩ ইং তারিখে প্রাইম ব্যাংক লিঃ পাবনা শাখা, পাবনার ম্যানেজার জনাব এ,কে,এম এনামুল হক এর উপস্থাপন মোতাবেক ব্যাংকের আউট ওয়ার্ড ক্লিয়ারিং রেজিস্টার সহ এজাহার নামীয় আসামী কর্তৃক আত্মসাৎকৃত জমা ভাউচার ও চেক বই মোট ৩২ দফা জব্দ করি। ২৫.০৪.১৩ ইং তারিখে একই ব্যক্তির উপস্থাপন মোতাবেক ২০ দফা রেকর্ড জব্দ করি। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করি। রেকর্ড পর্যালোচনা করি। সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহন করি। কাগজপত্র ও সাক্ষী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এজাহার নামীয় আসামী মোঃ হাসানুজ্জামান ওরফে পলাশ ১৫/০৫/১০-৩০/০৬/১২ ইং তারিখ পর্যন্ত প্রাইম ব্যাংক লিঃ, পাবনায় কর্মরত থাকাকালে ব্যাংক কর্মকর্তাদের মধ্যে একটা কর্মবন্টন অফিস আদেশ জারি করে। উক্ত আদেশ মোতাবেক আসামী হাসানুজজামানকে ক্লিয়ারিং হাউজ এ উপস্থিত হয়ে ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসাবে সকল ভাউচার তৈরী ও ব্যাংক সফটওয়ার এ পোষ্টিং দেওয়ার জন্য নিয়োজিত করা হয়। এছাড়াও তাকে ক্লিয়ারিং সংক্রান্ত রেজিষ্টার ও সোনালী ব্যাংকে থাকা প্রাইম ব্যাংক লিঃ পাবনা এর হিসাবের সাথে শাখার হিসাবে স্থিতি reconciliation ব্যাংকের ও.বি.সি/আই.বি.সি সান্ড্রি ডিপোজিট সহ অন্যান্য কাজ করার জনা দায়িত্ব দেওয়া হয়। আসামী হাসানুজ্জামান উক্ত দায়িত্ব পালন করাকালে আদায়কৃত টাকা তিনি সংশ্লিষ্ট একাউন্টে জমা না করে ভুয়া চেক ক্লিয়ারিং এর মাধ্যমে কালেকশন দেখিয়ে এবং ভুয়া ভাউচার তৈরী পূর্বক তার পছন্দমত ব্যাংক গ্রাহকের হিসাবে পোস্টিং দিয়ে ব্যাংকের অন্যান্য অফিসারের নিকট থেকে অথোরাইজড করে নেন। উক্তভাবে তদন্তে আগত আসামী মিজানুর রহমান, সোহেল রানা, শফিকুল

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ইসলাম, সহিদুল ইসলাম, মোস্তাক রহমান, খায়রুল বাশার, শফিকুল ইসলাম, আবুল কালাম আজাদ, মহিদুর রহমান, আব্দুল জামিল, আনোয়ার হোসেন, আখের উদ্দিন, কোরবান আলী, বিলকিস খন্দকার এর সাথে যোগসাজসে মোট ১৯৮৭১৮৭৭/০৪ টাকা আত্নসাৎ করেছে। ঘটনা ব্যাংক কর্তৃক উদঘাটিত হওয়ার পর আসামী হাসানুজ্জামান তার নামীয় ব্যাংক হিসাব নং ১৮৯২১০৪০০০০০০৬ এর মাধ্যমে ১২৬১৬২৮০/০৪ টাকা পরিশোধ করেছেন। অবশিষ্ট ৭২৫৫৫৯৭/- টাকা ব্যাংককে পরিশোধ করে নাই এবং আত্নসাৎ করার অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় আসামীর বিরুদ্ধে সি/এস দাখিলের জন্য সাক্ষ্য স্মারক দাখিল করি। দুদক পরিতুষ্ট হয়ে আসামীর বিরুদ্ধে সি/এস দাখিলের জন্য স্মারক নং দুদক/সি/৬৬/২০১২/পাবনা/অনু ও তদন্ত-১/২১২২৪ তাং ২৩.০৭.১৩ মোতাবেক সি/এস দাখিলের অনুমোদন জ্ঞাপন করেন। উক্ত অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে আমি আসামীদের বিরুদ্ধে পাবনা থানার অভিযোগপত্র নং ৩১৭, তাং ২৯.০৭.১৩ ধারা দন্ডবিধির ৪০৯/৪৭৭(ক)/১০৯ ও ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা দাখিল করি। এই সেই ২৩.০৭.১৩ তারিখের অনুমোদনপত্র প্রদঃ ৬ আউটওয়ার্ড ক্লিয়ারিং রেজিষ্ট্রার প্রদঃ ৭। ২৫.০৩.১৩ তারিখের জব্দকৃত ৩২ দফা রেকর্ডপত্র প্রদঃ-৮, ২৫.০৪.১৩ তারিখের জব্দকৃত রেকর্ডপত্র ২০ দফা প্রদঃ ৯। ২৫.০৪.১৩ তারিখের জব্দ তালিকায় আমার সই প্রদঃ ২/৪। *উপরোক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্য, জেরা, জবানবন্দি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এজাহারকারী পি,ডব্লিউ-৪ আব্দুল মতিন তারএজাহার এর স্বপক্ষে জবানবন্দি প্রদান করেছেন। তিনি উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদঃ যথাক্রমে ৪, ৪/১ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। পি,ডব্লিউ-৯ আব্দুল করিম তিনি মামলাটি প্রথমে তদন্ত করেন। পরবর্তীতে তার বদলী হলে তিনি তদন্ত কাজ অসমাপ্ত রেখে যান। পি,ডব্লিউ-১০ মোশারফ হোসেন তিনি আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দায়ের করেছেন। তিনি দুদক এর অনুমোদনপত্র* Out Ward Clearing Register *২৫.০৩.১৩ তারিখ এর জব্দকৃত ৩২ দফা রেকর্ডপত্র, ২৫.০৪.১৩ ইং তারিখ এর ২০ দফা রেকর্ডপত্র এবং ২৫.০৩.১৩ ইং তারিখ জব্দ তালিকায় তার স্বাক্ষর যথাক্রমে প্রদঃ ৬,৭,৮,৯, ৩/৪ ও ২/৪ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। পি,ডব্লিউ-১ এ,বি,এম হাবিবুর রহমান তিনি ০৬.০২.১২ প্রাইম ব্যাংক পাবনা শাখায় অডিট করেন। তিনি অডিট রিপোর্ট ও উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদঃ যথাক্রমে ১, ১/১ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। পি,ডব্লিউ-৩ মোঃ তরিকুল ইসলাম ০৬.০২.১২ অডিট রিপোর্ট এবং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদঃ ১/২ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। পি,ডব্লিউ-৪ আব্দুল মতিন ২৫.০৩.১৩ ও ২৫.০৪.১৩ তারিখের জব্দ তালিকা ও উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদঃ যথাক্রমে ২/৩, ২/১ ও ৩/১ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। পি,ডব্লিউ-৫ আব্দুল ওয়াদুদ ২৫.০৪.১৩ ইং তারিখ জব্দ তালিকায় তার স্বাক্ষর প্রদঃ ৩/২ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। পি,ডব্লিউ-৬ আব্দুল হান্নান ২৫.০৩.১৩ ও ২৫.০৪.১৩ তারিখ জব্দ তালিকা ও উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদঃ যথাক্রমে ২/৩, ৩/৩ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। পি,ডব্লিউ-৭ মোঃ শাফকাত উল আলম বলেন যে, ঘটনার সময় আমি পাবনা প্রাইম ব্যাংকে কর্মরত ছিলাম। ১০.০৫.১০ ইং তারিখ হইতে ১৬.০৮.১৫ইং তারিখ পর্যন্ত কর্মরত ছিলাম। আসামী হাসানুজ্জামান ক্লিয়ারিং এর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। পি,ডব্লিউ-৮ আব্দুর রহমান বলেন যে, ১৯.০৫.১০ ইং তারিখ প্রাইম ব্যাংক, পাবনা শাখায় কর্মরত ছিলাম। ২০১২ সালের মে মাসে আসামী হাসানুজ্জামান প্রাইম ব্যাংকের ক্লিয়ারিং শাখায় কর্মরত ছিল।* *অডিট রিপোর্ট প্রদঃ-১ থেকে দেখা যায় যে, আসামী হাসানুজ্জামান ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা আত্নসাৎ করেছে। উহার ভিতর থেকে কিছু টাকা পরিশোধ করার পর ৭৭,৫৭,৪৭৫.৪৫ টাকা অনাদায়ী থেকে যায়। অর্থাৎ উক্ত টাকা আসামী আত্নসাৎ করেছে। বিবিধ ক্রিমিনাল ১৪০৪/২০১৫*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		থেকে দেখা যায় যে, উক্ত দরখাস্তটি আসামী দায়ের করেছে। উক্ত দরখাস্তে আরও দেখা যায় যে, আসামী ১০৭.১৭ লাখ টাকা পরিশোধ করেছে ১৩৭.৫৬ লাখ টাকার মধ্য থেকে। ৬৬.৩৯ লাখ টাকা ১১/০২/১৫ তারিখ এর মধ্যে ৪ কিস্তিতে পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু আসামী উক্ত টাকা পরিশোধ করেনি। ২৭/০৫/১২ইং তারিখের অঙ্গীকারনামা প্রদঃ ৫ থেকে দেখা যায় যে, আসামী হাসানুজ্জামান স্বীকার করেছে যে, তিনি প্রাইম ব্যাংকের আত্মসাৎকৃত ১০৭.১৭ লাখ টাকা পরিশোধ করেছে এবং অবশিষ্ট ৬৬.৩৯ লাখ টাকা ৩০.০৬.১২ ইং তারিখ এর মধ্যে পরিশোধ করে দেবেন। অঙ্গীকারনামা প্রদঃ-৫/১ থেকে দেখা যায় যে, তিনি টাকা দিতে ব্যর্থ হলে অঙ্গীকারনামায় উল্লেখিত সম্পত্তি বিক্রি করে ব্যাংক টাকা আদায় করতে পারবে। একই তারিখের অন্য একটি জামিননামা প্রদঃ ৫/২ আসামীর স্ত্রী মাসুদা ব্যাংক বরাবর প্রদান করেছেন। উক্ত প্রদর্শনী থেকে দেখা যায় যে, আসামীর স্ত্রী আসামীর জামিনদার হয়েছে এবং ৩০.০৬.১২ ইং তারিখ এর মধ্যে তার স্বামী টাকা দিতে ব্যর্থ হলে মাসুদা সুলতানা জামিননামায় উল্লেখিত সম্পত্তি বিক্রি করে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে টাকা দিবেন। অথবা টাকা দিতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ প্রদর্শনীতে উল্লেখিত সম্পত্তি আদালত যোগে ক্রোক করে নিলাম বিক্রয় করতে পারবেন। *প্রদঃ-৫, ৫/১, ও ৫/২ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামী হাসানুজ্জামান ৬৬,৩৯ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছে তা স্বীকার করেছে এবং উক্ত টাকা প্রাইম ব্যাংক বরাবর প্রদান করতে তিনি এবং তার স্ত্রী মাসুদা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন।* *সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী স্বীকৃত বিষয় প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন নাই। আসামীপক্ষ থেকে পি,ডব্লিউ-১, পি,ডব্লিউ-২, পি,ডব্লিউ-৩ কে জেরা করা হলেও পি,ডব্লিউ-৪, পি,ডব্লিউ-৫, পি,ডব্লিউ-৬, পি,ডব্লিউ-৭, পি,ডব্লিউ-৮, পি,ডব্লিউ-৯, পি,ডব্লিউ-১০ কে জেরা করেননি। ফলে দেখা যায় যে, পি,ডব্লিউ-৪ থেকে পি,ডব্লিউ-১০ এর সাক্ষীদের সাক্ষ্য Unimpeachable and unshaken রয়ে গেছে।* *আসামীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪০৯/৪৭৭(এ)/১০৯ ধারা সহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে ৫(২) ধারায় অভিযোগপত্র গ্রহন করা হয়। দন্ডবিধির ১০৯ ধারাতে দুস্কর্মে সহায়তার শাস্তির বিধান রয়েছে। অত্র মোকদ্দমায় আসামী সরাসরি দুস্কর্ম করেছে। সে দুস্কর্মে কাউকে সহায়তা করেনি। দন্ডবিধির ১০৯ ধারার অভিযোগটি আসামীর বিরুদ্ধে প্রমানিত হয় না।* *আসামী হাসানুজ্জামান একজন ব্যাংকার হচ্ছেন। আসামী অঙ্গীকারনামায় উল্লেখ করেছে "আমি মোঃ হাসানুজ্জামান, জুনিয়র অফিসার, প্রাইম ব্যাংক লিঃ, পাবনা শাখা, পাবনা এই মর্মে স্বীকারোক্তি প্রদান পুর্বক অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমি সোনালী ব্যাংক এর ক্লিয়ারিং হাউজ এবং শাখার ওবিসি/আইবিসি এর মাধ্যমে সংগৃহিত যে পরিমান অর্থ বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে আত্মসাৎ করিয়াছি তাহার মধ্যে এ যাবৎ ১০৭.১৭ লক্ষ টাকা পরিশোধ/সমন্বয় করিয়াছিল এবং অবশিষ্ট ৬৬.৩৯ লক্ষ টাকা আগামী ৩০.০৬.১২ তারিখের মধ্যে আমার নিজস্ব উৎস হতে এবং আমার নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সম্পুর্ণ পরিশোধ করিয়া দিব। ভবিষ্যতে যদি উল্লেখিত অর্থ ছাড়া আরও আত্মসাতের তথ্য উদঘাটিত হয় তাহা হইলে তাহাও পরিশোধ করিয়া দিব। আমি যদি উল্লেখিত টাকা ৩০.০৬.১২ ইং তারিখের মধ্যে পরিশোধ না করি তাহা হলে আমার নিম্ন তপসিল বর্নিত সম্পতি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আদালত যোগে ক্রোক করিয়া তাহা আদায় করিতে পারবে। ইহাতে আমার কোন ওয়ারিশগন কোন দাবি দাওয়া করিতে পারিবে না করিলেও তা আইনত অগ্রাহ্য হইবে।"* *উপরোক্ত স্বীকৃত থেকেই আসামীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪৭৭এ ধারার অপরাধ প্রমানিত হয়।*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		উপরোক্ত আলোচনান্তে দেখা যায় যে, প্রসিকিউশনপক্ষ আসামীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪০৯ ও ৪৭৭এ ধারার অভিযোগপত্র ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অভিযোগ প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে। সে কারনে উক্ত আসামী সাজা পাওয়ার অধিকারী হচ্ছে। উপরোক্ত আলোচনান্তে বিবেচ্য বিষয় প্রসিকিউশনপক্ষে গৃহীত হল। *অতএব, আদেশ হয় যে,* *অত্র মোকদ্দমার আসামী ১। মোঃ হাসানুজ্জামান @ পলাশ (পলাতক) সাবেক জুনিয়র অফিসার, প্রাইম ব্যাংক লিঃ, পাবনা শাখা, পাবনা। পিতা-মোঃ হায়দার আলী, ৯৪, শহীদ মশিউর রহমান সড়ক, পুরাতন কসবা, পুলিশ গেট যশোর এর বিরুদ্ধে আনীত Penal Code এর ৪০৯ ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হওয়ায় তাকে দোষী সাব্যস্তক্রমে ৭(সাত) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ৫০০০/- জরিমানা অনাদায়ে ০৩(তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং দন্ডবিধির ৪৭৭(এ) ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হওয়ায় তাকে দোষী সাব্যস্তক্রমে ৩(তিন) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ৩০০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে ০২(দুই) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ৫(২) ধারার অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় ৫(পাঁচ) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ৬৬.৩৯ লক্ষ টাকা জরিমানা প্রদান করা হল। সকল আইনের সাজা একত্র চলবে। অত্র মামলা সংশ্লিষ্টে আসামীর হাজত বাস কালীন সময় অত্র সাজার মেয়াদ হতে বাদ যাবে।* *পলাতক আসামীর বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানা ইস্যু করা হোক।* *পলাতক আসামী স্বেচ্ছায় আদালতে হাজির কিংবা পুলিশ কর্তৃক যে দিন ধৃত হবেন সে দিন থেকে সাজা কার্যকর হবে।* *আমার কথিত মতে কম্পিউটারকৃত ও সংশোধিত।* স্বা/-অপাঠ্য (লিয়াকত আলী মোল্লা) বিশেষ জজ, পাবনা। ১০/০৪/১৭ — স্বা/-অপাঠ্য (লিয়াকত আলী মোল্লা) বিশেষ জজ, পাবনা। ১০/০৪/১৭ **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় খন্দকার আব্দুল মতিন, ব্যবস্থাপক, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, পাবনা শাখা, পাবনা কর্তৃক দায়েরকৃত এজাহারটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-** *"বিষয়ঃ এজাহার দায়ের।* *জনাব,* *বিনীত নিবেদন এই যে, আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী, ব্যবস্থাপক, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, পাবনা শাখা, পাবনা-পাবনা সদর থানায় হাজির হয়ে এই মর্মে এজাহার দায়ের করছি যে, মোঃ হাসানুজ্জামান, পদবী, জুনিয়র অফিসার, কর্মস্থল, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, পাবনা শাখা, পাবনা, পিতা-মোঃ হায়দার আলী, স্থায়ী ঠিকানা-শহীদ মশিউর রহমান সড়ক, পুরাতন কসবা, পুলিশ লাইন গেট, যশোর, সে ১৯.০৫.২০১০ তারিখ হতে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, পাবনা শাখায় কর্মরত আছে। সে গত ০২.০১.২০১২ ইং তারিখ সকাল ১০.০০ টা হতে ০৭.০৫.২০১২ ইং তারিখ বিকাল ০৬.০০ টা পর্যন্ত মধ্যবর্তী যেকোন সময়ে ব্যাংকের আনুমানিক ১৭৩.৫৬ লক্ষ টাকা (যা ভবিষ্যতে সঠিক হিসাব অন্তে বৃদ্ধি পেতে পারে।) প্রতারনা ও জালিয়াতির মাধ্যমে অবৈধভাবে নিজে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে আত্মসাৎ করেছে।*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<u>ঘটনার বিস্তারিত বিবরণঃ</u> *উপরে উল্লেখিত মোঃ হাসানুজ্জামান, জুনিয়র অফিসার, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, সে সোনালী ব্যাংক পাবনা শাখার মাধ্যমে পরিচালিত ক্লিয়ারিং হাউজে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, পাবনা শাখার প্রতিনিধি হিসেবে লেন-দেন করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে সে আনুমানিক ছয় মাস পূর্ব হতে বিভিন্ন সময়ে পরিকল্পিত উপায়ে ব্যাংকের ক্লিয়ারিং হাউসের মাধ্যমে ও OBC (Outward Bills for Collection)/IBC (Inward Bills for Collection)- র টাকা প্রাপকের হিসাবে জমা না করে প্রতারনা ও জালিয়াতির মাধ্যমে অবৈধভাবে নিজে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন হিসাবে জমা করে পরবর্তীতে সুকৌশলে তা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেছে। এছাড়া প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড পাবনা শাখা হতে ব্যাংকের ঢাকাস্থ মতিঝিল শাখায় প্রেরিতব্য রেমিট্যান্সের সোনালী ব্যাংকের তিনটি চেকঃ-* *১. চেক নম্বর ৩০৫৭৭০০ টাকার পরিমান ৪০,০০,০০০/-(চল্লিশ লক্ষ) তারিখ ২১.০৩.২০১২।* *২. চেক নম্বর ৫১৭৫৯১২ টাকার পরিমান ৪০,০০,০০০/-(চল্লিশ লক্ষ) তারিখ ১৫.০৪.২০১২* *৩. চেক নম্বর ৫১৭৫৯১৫ টাকার পরিমান ১,৪৫,০০,০০০/-(এক কোটি পয়তাল্লিশ লক্ষ) তারিখ ২২.০৪.২০১২* *সোনালী ব্যাংকে জমা না দিয়ে সোনালী ব্যাংকের কস্ট মেমো জালিয়াতি করে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, পাবনা শাখায় রেমিট্যান্স এর ভাউচার তৈরী করে ভুয়া রেমিট্যান্স দেখিয়েছে এবং তার পরিচিত ও ঘনিষ্ট বিভিন্ন গ্রাহকের হিসাবে ভুয়া চেক কালেকশন দেখিয়ে আত্মসাৎ করেছে।* *এ পর্যন্ত প্রাপ্ত হিসাবমতে আত্মসাতের আনুমানিক মোট পরিমান ১৭৩.৫৬ লক্ষ টাকা (যা ভবিষ্যতে সঠিক হিসাব অন্তে বৃদ্ধি পেতে পারে)। বিষয়টি আমাদের গোচরীভূত হওয়ার পর গত ২১.০৫.২০১২ তারিখে আমি বিষয়টি ব্যাংকের ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়কে লিখিতভাবে অবহিত করি।* *ইতোমধ্যে অভিযুক্ত মোঃ হাসানুজ্জামান, জুনিয়র অফিসার আত্মসাৎকৃত অর্থের মধ্যে ১০৭.১৭ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছে এবং অবশিষ্ট ৬৬.৩৯ লক্ষ টাকা (যা ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পেতে পারে) আগামী ৩০.০৬.২০১২ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করবে বলে লিখিতভাবে অংগীকার করেছে। অভিযুক্ত মোঃ হাসানুজ্জামান ১৫০ টাকার স্ট্যাম্পে স্বীকারোক্তি প্রদানপূর্বক জানিয়েছে যে এ আত্মসাতের সংগে ব্যাংকের অন্য কোন কর্মকর্তা কর্মচারী জড়িত নাই।* *উপর্যুক্ত আত্মসাতের বিষয় সম্যক অবহিত হওয়া ঘটনাটি যাচাই বাছাই এবং এতদবিষয়ে ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ের মামলা দায়ের অনুমতি পত্র গত ১৪.০৬.২০১২ তারিখে প্রাপ্তির কারণে অত্র এজাহার দায়ের করতে বিলম্ব হলো।* *অতএব, প্রার্থনা, ন্যায় বিচারের স্বার্থে আমার অভিযোটি আপনার থানায় এজাহার হিসেবে গণ্য করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আপনার মর্জি হয়।* *বিনীত নিবেদন,* *(খন্দকার আব্দুল মতিন)* *ব্যবস্থাপক,* *প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড,* *পাবনা শাখা, পাবনা।* *ফোনঃ ৬৬৪২৫।* গুরুত্বপূর্ণ বিধায় Special Investigation Report on Misappropriation by

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Mr. Md. Hasanuzzaman Palash, Junior Officer of Pabna Branch as on 20.05.2012 dated 06.06.2012. ২০.০৫.২০১২ তারিখে সূত্র স্মারক নং HO/A & I/SI-Pabna/2012/1085 তারিখ ২০.০৫.২০১২ এবং আংশিক সংশোধিত অফিস আদেশ স্মারক নং HO/A&I/SI-Pabna/2012/2016 তারিখ ২০.০৫.২০১২ মোতাবেক মোঃ তরিকুল ইসলাম, জুনিয়র অফিসার, আইটি অডিট, নিরাপত্তা বিভাগ, মোঃ কামাল হোসেন, অফিসার এবং সদস্য এবং এবিএম হাবিবুর রহমান, ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং টিম প্রধান, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড-কে তদন্ত কমিটির প্রদান করে অফিস আদেশ জারী করা হলে উক্ত ৩(তিন) সদস্যের তদন্ত কমিটি বিগত ইংরেজী ০৬.০৬.২০১২ তারিখে তাদের তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন যা নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ- "***Prime Bank Limited*** *Head Office, Dhaka* *June 6, 2012* ***SUB: SPECIAL INVESTIGATION REPORT ON MISAPPROPIATION BY MR. MD. HASANUZZAMAN PALASH, JUNIOR OFFICER OF OUR PABNA BRANCH AS ON 20.05.2012.*** *As per order Ref: HO/A&I/SI-Pahna/2012/1085 dt: May 20, 2012 and partial Modification office order Ref: HO/A&I/SI-Pabna/2012/2016 dt: 20.05.2012 of Executive Vice President and Head of Audit & Inspection Division we the undersigned conducted an Investigation into the above matter. The details of the report are as under:* ***A. INTRODUCTION:*** *Mr. Hasanuzzaman Palash Junior officer joined our Pabna Branch of May 19, 2010 through HO transferred order No. HO(HRD)/2729/2010 dated May 05, 2010 from Prime Bank Ltd. Jessore Branch. From joining he was assigned for Clearing, LBC & OBC vide office order No. Prime/Pabna/2010/09 dated May 30, 2010. During his tenure in his assigned job from 1st January 2012 to 4th May 2012 he misappropriated total amount of Tk. 184.57 Lac (approx).* ***A. SCOPE OF FINDINGS:*** *01. Scrutinizing the documents/papers related to Clearing Adjustments and Sundry Creditors A/S's.*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		02. Scrutinizing the documents/papers related to the customer deposit A/Cs which is being maintained with PBL Pabna Branch. 03. Statement of PBL Pabna Branch, Maintained with Sonali Bank Ltd. Pabna Branch. 04. Discussed with related other officers of Pabna Branch. 05. Written statement of Mr. Hasanuzzaman Palash (JO). ***C. <u>STRATEGY USED FOR FRAUDULENT AMOUNT:</u>*** 01. Mr. Hasanuzzaman Palash occured his fraudulent activities from 1st January 2012 to 4th May 2012. As a Clearing Officer of the Branch, he showned that he placed some cheques actually which have no existence at all with some genuine cheques, placed for clearing by the customers of the Branch. Then he passed the credit vouchers of those fake cheques to some accounts arrange by him by debiting clearing adjustment account A/C BDT. 14420 & Sundry Creditors A/C BDT. 17217. Through the above process he transferred the misappropriated amount to 18 (Eighteen) different A/Cs (list of the accounts enclosed). 02. Mr. Hasanuzzaman Palash also credited different amount to his arranged accounts after collecting those amounts through Sonali Bank Ltd. against OBC our different Branches and against the collection A/C of Citi Bank NA. 03. Branch issued 03 (Three) cheques of Sonali Bank Ltd. ie, Tk. 40.00 Lac on 21.03.12, Tk. 40.00 Lac on 15.04.12 and Tk. 145.00 Lac on 22.04.12 for remittance purpose to our Motijheel Branch. But Mr. Hasanuzzaman Palash did not place any of the mentioned cheques to Sonali Bank Ltd. Pabna Branch and he collected false cost Memos from Sonali Bank and passed the internal remittance vouchers. ***D. <u>EMBEZZLED AMOUNT THROUGH FUND TRANSFERRED:</u>***

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

Mr. Hasanuzzaman Palash embezzled total amount of Tk. 1,84,54,979.68 out of which Tk. 1,69,55,866.82 from Clearing Adjusting account and Tk. 14,99,112.86 from Sundry Creditors account which are detailed below;

D-I. Embezzled amount transferred from Clearing Adjusting A/C (BDT. 14420) to the following A/Cs;

SL.	Credit Account No.	Credit Account Title	Embezzled Amount
01	18921040003279	MD. SOHEL RANA	10,94,833.00
02	18911050002378	MD. MIZANUR RAHMAN	47,89,047.00
03	18921010002125	BILKISH KHONDOKAR	10,000.00
04	18921090003639	MD. SHAFIKUL ISLAM	17,87,730.00
05	18911050003420	SKY LINE FURNITURE SHOP	15,02,847.00
06	18911030000253	SETU MULTIMEDIA	44,500.00
07	18921010003394	MD. AKHER UDDIN KHAN	7,72,500.00
08	18921050003349	MD. ABDUL HALIM	6,50,968.82
09	18911040000117	ANTARA CABLE VISION	3,43,350.00
10	18921090003936	MD. KHALID HOSSAIN	13,46,802.00
11	18911030003925	M/S. FARUK ENTERPRISE	11,94,166.00
12	18921070003268	A.S.M KHAYRUL BASHAR	2,44,000.00
13	18921060003382	MD. ANOWAR HOSSAIN	7,94,746.00
14	18911020003332	ANU TRADING	1,15,000.00
15	18911060003151	SALMA TRADING	22,65,377.00
		Total	**1,69,55,866.82**

D-II. Embezzled amount transferred from Sundry Creditors (BDT. 17217) to the following A/Cs;

SL.	Credit Account No.	Credit Account Title	Embezzled Amount
01	18911060003151	SALMA TRADING	3,88,405.18
02	18921090003936	MD. KHALID HOSSAIN	38,040.68
03	17911090001090/ISD	M/S-ORIN ENGINEERS	6,31,050.00
04	18921040003241	MD. KORBAN ALI	99,950.00
05	18921020003317	MD. SHAFIQUL ISLAM	6,000.00

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

06	18911050002378	MD. MIZANUR RAHMAN	99,000.00
07	18921040003279	MD. SOHEL RANA	2,26,667.00
08	18921010002125	BILKISH KHONKOKAR	10,000.00
		Total	**14,99,112.86**

E. REALIZED FROM FRAUDULENT AMOUNT:

Total Tk. 1,07,00,000.00 (Tk. One Core Seven Lac) has been recovered from Mr. Hasanuzzaman Palash through his personal account maintained with our Pabna Branch through cash deposit by himself.

F. UN-REALIZED AMOUNT:

Total Tk. 77,57,475.45 (Tk. Seventy Seven Lac Fifty Seven Thousand Four Hundred Seventy Five & PS Forty Five) is still un-recovered.

G. THE RESPONSIABLE PERSONS FOR THE OCCURANCE:

01. Mr. Hasanuzzaman Palash (JO):

It is revealed from the investigation that Mr. Hasanuzzaman Palash during his tenure of job as a clearing officer at our Pabna Branch, has misappropriated an amount of total Tk. 1,84,54,979.68 (from 01.01.12 to 04.05.12). Mr. Hasanuzzaman Palash has also admitted his quiltiness both verbally and in writing and same has been proved by scrutinizing the vouchers, Bank statements of related customer accounts etc.

02. Mr. Abdur Rahman SO and GB, Credit In Charge:

He is not direct beneficiary of misappropriated fund but he is also responsible for the occurrence as he has signed all the related vouchers prepared by Md. Hasanuzzaman Palash and authorized the same in the T- 24 System after being inputted by Mr. Hasanuzzaman Palash without any kind of checking.

03. Md. Shafquat-Al-Alam SEO & Manager Operation:

** As Manager operation of the Branch Mr. Alam signed all the vouchers prepared by Mr. Hasanuzzaman Palash both actual and fake without any kind of checking and*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		without affixing Seal ie Transferred, Clearing Cash etc. in most of the cases. **** He has never collected the Month wise balance statement from Sonali Bank Limited to Match/Check the same with the statement of Affairs with the Branch asset Head Balance with other Bank (Sonali Bank Ltd.) or Bangladesh bank.*** ** He has no signature on the "Clearing Register" of the Branch.* ***<u>04. Mr. Khandaker Abdul Matin FAVP and Head of Branch:</u>*** *As Head of Branch Mr. Matin is also responsible for this misappropriation due to lack of Supervision, Monitoring & allowing Mr. Hasanuzzaman to commit such type misappropriation continuously.* ***<u>CONCLUSION:</u>*** *After detailed investigation, it appears that* ***due to the combined/group negligence, inefficiency and lack of knowledge about the assigned jobs/duties of the Head of Branch, Manager operations, credit and GB in charges of the Branch, Mr. Hasanuzzaman Palash, JO has got the scope to commit this type of fraud forgeries*** *and exposed the Bank to suffer a financial loss ofTk. 184.54 Lac. It is our keen observation that if the responsible officials of the Branch follow their assigned jobs/responsibilities from everyone's end properly and follow their part of the circulars/manuals of the Bank meticulously and strictly, this type of misappropriation could be avoided easily.* *Submitted for kind perusal.*
		Sd/- Illegible (Md. Tafiqul Islam) Junior Officer Sd/- Illegible (ABM Habibur Rahman) Sd/- Illegible (Md. Kamal Hossain)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

IT Audit & Security Department | Vice President & Team Leader | Officer & Member

বিগত ইংরেজী ২৯.০৫.২০১২ তারিখে মোঃ আব্দুর রহমান, সিনিয়র অফিসার, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড,পাবনা শাখা, পাবনা মোঃ শওকত-উল ইসলাম, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার, ম্যানেজিং অপারেশন, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, পাবনা শাখা, পাবনা এবং খন্দখার আব্দুল মবিন, হেড অব ব্রাঞ্চ, পাবনা শাখা, পাবনা কর্তৃক স্বাক্ষরিত মোঃ হাসানুজ্জামান কর্তৃক ক্লিয়ারিং হাউস এবং শাখার OBC/IBC এর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ আত্মসাৎ করেছে মর্মে পত্রটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

"List of Accounts used for embezzlement by Mr. Hasanuzzaman, JO

1.	18911060003151	SALMA TRADING
2.	18921040003279	MD. SOHEL RANA
3.	18921040003241	MD. KORBAN ALI
4.	18921020003317	MD. SHAFIQUL ISLAM
5.	18911050002378	MD. MIZANUR RAHMAN
6.	18921010002125	BILKISH KHONDOKAR
7.	18921090003639	MD. SHAFIKUL ISLAM
8.	18911050003420	SKY LINE FURNITURE SHOP
9.	18911030000253	SETU MULTIMEDIA
10.	18921010003394	MD. AKHTER UDDIN KHAN
11.	189210500033349	MD. ABDUL HALIM
12.	18911040000177	ANTARA CABLE VISION
13.	18921090003936	MD. KHALID HOSSAIN
14.	18911030003925	M/S. FARUK ENTERPRISE
15.	18921070003268	A.S.M. KHAYRUL BASHAR
16.	18921060003382	MD. ANOWAR HOSSAIN
17.	18911020003332	ANU TRADING
18.	17911090001090/ISD	ORIN ENGINEERS

আমি মোঃ হাসানুজ্জামান, জুনিয়র অফিসার এই মর্মে স্বীকারোক্তি প্রদান করিতেছি যে, আমি বিভিন্ন সময়ে ক্লিয়ারিং হাউস এবং শাখার OBC/IBC এর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ ইচ্ছাকৃতভাবে উপরিল্লিখিত হিসাব সমূহের মাধ্যমে আত্মসাৎ করিয়াছি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		স্বাক্ষর/-অস্পষ্ট Surprise Audit team এবং আমরা যৌথভাবে উল্লিখিত হিসাব সমুহ Identify করিয়াছি এবং ধারনা করিতেছি যে, জনাব হাসানুজ্জামান ক্লিয়ারিং হাউস ও OBC/IBC এর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ উপরোক্ত হিসাব সমূহের মাধ্যমে আত্মসাৎ করিয়াছে। স্বা/-অস্পষ্ট স্বা/-অস্পষ্ট স্বা/-অস্পষ্ট।” **অতঃপর মোঃ হাসানুজ্জামান কর্তৃক প্রদত্ত তারিখ বিহীন অঙ্গীকার দুইটি এবং তার স্ত্রী মিসেস মাসুদা সুলতানা কর্তৃক তারিখ বিহীন জামিন নামা নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-** “*অঙ্গীকারনামা* *আমি মোঃ হাসানুজ্জামান, জুনিয়র অফিসার, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, পাবনা শাখা, পাবনা অদ্য ২৭.০৫.২০১২ তারিখে এই মর্মে স্বীকারোক্তি প্রদান করিতেছি যে, আমি বিভিন্ন সময়ে সোনালী ব্যাংকের ক্লিয়ারিং হাউজ এবং শাখার ওবিসি/আইবিসি এর মাধ্যমে সংগৃহিত অর্থ ইচ্ছাকৃতভাবে বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে আত্মসাৎ করিয়াছি। ইহাছাড়া প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড,পাবনা শাখা কর্তৃক ব্যাংকের মতিঝিল শাখায় প্রেরিতব্য রেমিটেন্সের চেক সোনালী ব্যাংকে জমা না দিয়া সোনালী ব্যাংকের ভুয়া কস্ট মেমো আনিয়া রেমিটেন্সের ভাউচার তৈরী করিয়া রেমিটেন্স প্রদর্শন করিয়াছি এবং সোনালী ব্যাংক থেকে এই টাকা বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে ভুয়া চেক কালেকশন দেখাইয়া আমি নিজে আত্মসাৎ করিয়াছি।* *আমি ঘোষনা করিতেছি যে, আমি ব্যাংকের যে টাকা আত্মসাৎ করিয়াছি তাহার সাথে ব্যাংকের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী জড়িত নাই। এই সব কর্মকান্ডের সকল দায় দায়িত্ব একক ভাবে আমার।* *আমি এই মর্মে অঙ্গীকার প্রদান পুর্বক আরও ঘোষণা করিতেছি যে, ইতোমধ্যে আমি ব্যাংকের আত্মসাৎকৃত ১০৭.১৭ লক্ষ টাকা পরিশোধ/সমন্বয় করিয়াছি এবং অবশিষ্ট ৬৬.৩৯ লক্ষ টাকা আগামী ৩০.০৬.২০১২ তারিখের মধ্যে পরিশোধ/সমনয় করিয়া দিব। ইহা ছাড়া ভবিষ্যতে যদি উল্লিখিত অর্থ ছাড়া আরও আত্মসাৎ এর তথ্য উদঘাটিত হয় তাহা হইলে তাহাও পরিশোধ/সমনয় করিয়া দিব। আমি যদি উল্লিখিত তারিখের মধ্যে আত্মসাৎকৃত সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ না করি তাহা হইলে দেওয়ানী, ফৌজদারী বা যে কোন আদালতের মাধ্যমে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়া উক্ত টাকা আদায় করিতে পারিবে, অন্যথায় আমার নামীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া আদায় করিতে পারিবে, ইহাতে আমার কোন ওয়ারিশগণ কোন প্রকার দাবী দাওয়া করিতে পারিবে না, বা করিলেও তাহার আইনত অগ্রাহ্য হইবে।* *আমি স্বজ্ঞানে ও সুস্থ্য শরীরে স্বাক্ষীগনের সম্মুখে উপর্যুক্ত স্বীকারোক্তি করিয়া এই অঙ্গীকারনামা লিখিয়া দিলাম।*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		(মোঃ হাসানুজ্জামান) জুনিয়র অফিসার প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড পাবনা শাখা, পাবনা। "অঙ্গীকারনামা আমি মোঃ হাসানুজ্জামান, জুনিয়র অফিসার, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, পাবনা শাখা, পাবনা এই মর্মে স্বীকারোক্তি প্রদান পুর্বক অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমি সোনালী ব্যাংকের ক্লিয়ারিং হাউজ এবং শাখার ওবিসি/আইবিসি এর মাধ্যমে সংগৃহিত যে পরিমান অর্থ বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে আত্নসাৎ তাহার মধ্যে এ যাবৎ ১০৭.১৭ লক্ষ টাকা পরিশোধ/সমন্বয় করিয়াছি এবং অবশিষ্ট ৬৬.৩৯ লক্ষ টাকা আগামী ৩০.০৬.২০১২ তারিখের মধ্যে আমার নিজস্ব উৎস হতে এবং আমার নিম্ন তফসীল বর্নিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সম্পুর্ণ পরিশোধ করিয়া দিব। ভবিষ্যতে যদি উল্লিখিত অর্থ ছাড়া আরও আত্নসাৎ এর তথ্য উদঘাটিত হয় তাহা হইলে তাহাও পরিশোধ/সমন্বয় করিয়া দিব। আমি যদি উল্লিখিত টাকা ৩০.০৬.২০১২ তারিখের মধ্যে পরিশোধ না করি, তাহা হইলে আমার নিম্ন তফশীল বর্ণিত সম্পত্তি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আদালত যোগে ক্রোক করিয়া তাহা আদায় করিতে পারিবে, ইহাতে আমার কোন ওয়ারিশগন কোন প্রকার দাবী দাওয়া করিতে পারিবে না বা করিলেও তাহা আইনত অগ্রাহ্য হইবে। আমি স্বজ্ঞানে ও সুস্থ্য শরীরে স্বাক্ষীগনের সম্মুখে উপর্যুক্ত স্বীকারোক্তি করিয়া এই অঙ্গীকারনামা লিখিয়া দিলাম। সম্পত্তির তফসিল জেলাঃ পাবনা থানা/উপজেলা-পাবনা ইউনিয়ন-মালিগাছা মৌজা-রাধানগর জেএল নং এসএ-১০৪, আরএস-৮৩ খতিয়ান-এসএ ৭৮, আরএস ৩০৫ খারিজ খতিয়ান-৪৬৯৩ দাগনং-এসএ ৬৮৫, আরএস-৮১৬ জমির পরিমান-৮.০৯ কাঠা। (মোঃ হাসানুজ্জামান) জুনিয়র অফিসার প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড পাবনা শাখা, পাবনা। "জামিননামা আমি মিসেস মাসুদা সুলতানা স্বামী মোঃ হাসানুজ্জামান (জুনিয়র অফিসার), প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, পাবনা শাখা, পাবনা বর্তমান ঠিকানাঃ ৯৪, শহিদ মশিউর রহমান সড়ক, পুরাতন কসবা, পুলিশ লাইন গেট, ডাকঘর, উপজেলা ও জেলা-যশোর স্থায়ী ঠিকানাঃ ৯৪, শহিদ মশিউর রহমান সড়ক, পুরাতন

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কসবা, পুলিশ লাইন গেট, ডাকঘর, উপজেলা ও জেলা-যশোর *এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড পাবনা শাখায় আমার স্বামী মোঃ হাসানুজ্জামান যে অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে সেই টাকার জন্য আমি জামিনদার হইতে রাজি আছি। আমার স্বামী উক্ত টাকা ৩০.০৬.২০১২ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে আমি আমার নিম্ন তফসিল বর্নিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ৭(সাত) দিনের মধ্যে পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিব।* *আমি যদি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে আমার স্বামীর আত্মসাৎকৃত টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হই বা পরিশোধ না করি তাহা হইলে আমার নিম্ন তফশীল বর্নিত সম্পত্তি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আদালত যোগে ক্রোক করিয়া তা আদায় করিতে পারিবে, ইহাতে আমার বা আমার কোন ওয়ারিশগন কোন প্রকার দাবী দাওয়া করিতে পারিবে না বা করিলেও তাহা আইনত অগ্রাহ্য হইবে।* *আমি স্বজ্ঞানে ও সুস্থ্য শরীরে স্বাক্ষীগনের সম্মুখে এই জামিন নামা লিখিয়া দিলাম।* *<u>সম্পত্তির তফসিল</u>* *জেলাঃ পাবনা* *থানা/উপজেলা-পাবনা* *ইউনিয়ন-মালিগাছা* *মৌজা-রাধানগর* *জেএল নং আরএস-৮৩* *খতিয়ান-আরএস ১০১৪* *খারিজ খতিয়ান-৬৮৮৬* *দাগনং-এসএ ৬৮৬, আরএস-৮১৭* *জমির পরিমান-১৬৫০ সহস্রাংশ।* *(মিসেস মাসুদা সুলতানা)* *স্বামী-মোঃ হাসানুজ্জামান।"* **জনাব মোঃ শাফকাত-উল-আলম, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার/ম্যানেজার অপারেশনস, প্রাইম ব্যাংক লিঃ, পাবনা শাখা, পাবনা, জনাব মোঃ আব্দুর রহমান, সিনিয়র অফিসার, প্রাইম ব্যাংক লিঃ, পাবনা শাখা, পাবনা, জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম, জুনিয়র অফিসার, প্রাইম ব্যাংক লিঃ, পাবনা শাখা, পাবনা, জনাব মোঃ কামাল হোসেন, অফিসার, ইন্টারন্যাশনাল অডিট এন্ড ইন্সপেকশন ডিভিশন, প্রাইম ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা, জনাব এ,বি,এম হাবিবুর রহমান, ভাইস প্রেসিডেন্ট, অডিট এন্ড ইন্সপেকশন ডিপার্টমেন্ট, প্রাইম ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা মোতাবেক জবানবন্দি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলঃ-** *"সাক্ষী জনাব মোঃ শাফফাত-উল-আলম, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার/ম্যানেজার অপারেশন্স, প্রাইম ব্যাংক লিঃ, পাবনা শাখা, পাবনা, পিতা- আলহাজ্ব মোঃ শফিকুল আলম, গ্রাম- মির্জাপুর, ডাক- বিনোদপুর বাজার, থানা- মতিহার, জেলা- রাজশাহী এর ফৌঃ কাঃ ১৬১ ধারামতে রেকর্ডকৃত জবানবন্দী।*

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সূত্রঃ পাবনা থানা মামলা নং- ৩৪ তা- ১৮.০৬.২০১২ ধারা- ৪২০/৪৬৫/৪৬৮/৪৭১/৪০৮/৪০৯ দঃ বিঃ।
		আমি মোঃ শাফফাত-উল-আলম। আপনাকে পাবনা থানা মামলা নং- ৩৪ তাং- ১৮.০৬.২০১২ এর তদন্তকারী কর্মকর্তা জেনে আপনার জিজ্ঞাসায় জানাচ্ছি যে, আমি গত ১০.০৫.২০১০ তারিখ হতে অদ্যাবধি প্রাইম ব্যাংক লিঃ, পাবনা শাখা, পাবনাতে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে কর্মরত আছি। ব্যাংকের কার্যক্রম স্বচ্ছ ও সুচারুরূপে পরিচালনা করার নিমিত্তে গত ২৯.১২.২০১১ তারিখে একটি অফিস আদেশ জারী করেন। উক্ত অফিসে আমাকে ম্যানেজার অপারেশন্স হিসেবে সকল দায়িত্ব দেয়া হয়। জুনিয়র অফিসার মোঃ হাসানুজ্জামানকে ক্লিয়ারিং অফিসারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। গত মে/২০১২ মাসের ১ম সপ্তাহের দিকে একটি লেনদেনের বিষয়ে মোঃ হাসানুজ্জামান এর আচরনে অসংগতি পরিলক্ষিত হলে আমি এবং জেনারেল ব্যাংকিং ইনচার্জ জনাব মোঃ আব্দুর রহমান বিষয়টি ম্যানেজার জনাব খন্দকার আব্দুল মতিনকে অবহিত করি। ম্যানেজার সাহেবের নির্দেশে মোঃ হাসানুজ্জামানকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি টাকা আত্মসাতের কথা স্বীকার করেন। মোঃ হাসানুজ্জামান এককভাবে টাকা আত্মসাতের বিষয়ে অঙ্গীকার করে নোটারী পাবলিকের মাধ্যমে হলফনামা প্রদান করেন। তার স্ত্রী ও অনুরূপ স্বীকারোক্তি প্রদান করেন। মোঃ হাসানুজ্জামান দুর্নীতি ও প্রতারনার মাধ্যমে ১,৯৮,৭১,৮৭৭/০৪ টাকা আত্মসাত করেছেন মর্মে এ পর্যন্ত তথ্যাদি পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যে তিনি তার ব্যাংক হিসাব নং- ১৮৯২১০৪০০০০০০৬ এর মাধ্যমে ১,২৬,১৬,২৮০/০৪ টাকা পরিশোধ করেছেন। এখনও তার নিকট ৭২,৫৫,৫৯৭/- টাকা বকেয়া আছে।
		এই আমার বক্তব্য।
		লিপিবদ্ধকারী স্বা/- অস্পষ্ট ০৪.০৪.২০১৩ মোহাঃ মোশাররফ হোসেন উপ-সহকারী পরিচালক দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, পাবনা।
		সাক্ষী জনাব মোঃ আব্দুর রহমান, সিনিয়র অফিসার, প্রাইম ব্যাংক লিঃ, পাবনা শাখা, পাবনা, পিতা- মৃত আব্দুল লতিফ মোল্লা, গ্রাম- শালঘর মধুয়া, থানা- কুমারখালী, জেলা- কুষ্টিয়ার ফৌঃ কাঃ ১৬১ ধারামতে রেকর্ডকৃত জবানবন্দী।
		সূত্রঃ পাবনা থানা মামলা নং- ৩৪ তা- ১৮.০৬.২০১২ ধারা- ৪২০/৪৬৫/৪৬৮/৪৭১/৪০৮/৪০৯ দঃ বিঃ।
		আমি মোঃ আব্দুর রহমান। আপনাকে পাবনা থানা মামলা নং- ৩৪ তাং- ১৮.০৬.২০১২ এর তদন্তকারী কর্মকর্তা জেনে আপনার জিজ্ঞাসায় জানাচ্ছি যে, আমি গত ১৯.০৫.২০১০ তারিখ হতে অদ্যাবধি প্রাইম ব্যাংক লিঃ, পাবনা শাখা, পাবনাতে সিনিয়র অফিসার হিসেবে কর্মরত আছি। আমার সম সাময়িককালে জুনিয়র অফিসার মোঃ হাসানুজ্জামান যোগদান করে কর্মরত ছিলেন। ব্যাংকের কার্যক্রম স্বচ্ছ ও সুচারুরূপে পরিচালনা করার নিমিত্তে ম্যানেজার সাহেব

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		২৯.১২.২০১১ তারিখে একটি অফিস আদেশ জারী করেন। উক্ত অফিস আদেশে আমাকে জেনারেল ব্যাংকিং ও ক্রেডিট সেকশনের দায়িত্ব দেয়া হয় এবং এ সংক্রান্ত প্রদত্ত সকল ভাউচারে স্বাক্ষর ও ব্যাংকিং সফটওয়ারে অথরাইজড করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। জুনিয়র অফিসার মোঃ হাসানুজ্জামানকে ক্লিয়ারিং অফিসারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। গত মে/২০১২ মাসের ১ম সপ্তাহের দিকে একটি লেনদেনের বিষয়ে মোঃ হাসানুজ্জামানের আচরন সন্দেহজনক মনে হলে আমি এবং ব্যাংকের ম্যানেজার অপারেশন্স জনাব মোঃ শাফফাত-উল-আলম তাকে চ্যালেঞ্জ করি এবং বিষয়টি ম্যানেজার জনাব খন্দকার আব্দুল মতিনকে অবহিত করি। ম্যানেজার সাহেবের নির্দেশে মোঃ হাসানুজ্জামানকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি টাকা আত্মসাতের কথা স্বীকার করেন। তিনি এককভাবে টাকা আত্মসাতের বিষয়ে অঙ্গীকার করে নোটারী পাবলিক এর মাধ্যমে হলফনামা প্রদান করেন। তার স্ত্রী ও অনুরূপ স্বীকারোক্তি প্রদান করেন। মোঃ হাসানুজ্জামান দুর্নীতি ও প্রতারনার মাধ্যমে ১,৯৮,৭১,৮৭৭/০৪ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। তম্মধ্যে তিনি তার ব্যাংক হিসাব নং- ১৮৯২১০৪০০০০০০৬ এর মাধ্যমে ১,২৬,১৬,২৮০/০৪ টাকা পরিশোধ করেছেন। এখনও তার নিকট ৭২,৫৫,৫৯৭/- টাকা বকেয়া আছে। এই আমার বক্তব্য। লিপিবদ্ধকারী স্বা/- অস্পষ্ট ০৪.০৪.২০১৩ মোহাঃ মোশাররফ হোসেন উপ-সহকারী পরিচালক দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, পাবনা। সাক্ষী জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম, জুনিয়র অফিসার, IT Audit & Security বিভাগ, প্রাইম ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা, পিতা- মোঃ তোজাম্মেল হোসেন, বাসা নং- ৪, রোড নং- ২, কলেজ রোড, মাষ্টার পাড়া, রংপুর এর ফৌঃ কাঃ ১৬১ ধারামতে রেকর্ডকৃত জবানবন্দী। সূত্রঃ পাবনা থানা মামলা নং- ৩৪ তা- ১৮.০৬.২০১২ ধারা- ৪২০/৪৬৫/৪৬৮/৪৭১/৪০৮/৪০৯ দঃ বিঃ। আমি মোঃ তরিকুল ইসলাম। আপনাকে পাবনা থানা মামলা নং- ৩৪ তাং- ১৮.০৬.২০১২ এর তদন্তকারী কর্মকর্তা জেনে আপনার জিজ্ঞাসায় জানাচ্ছি যে, আমি প্রাইম ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকার IT Audit & Security বিভাগে কর্মরত আছি। স্মারক নং- HO/AZI/SI-Pabna/2012/1136 অনুসারে নির্দেশিত হয়ে ব্যাংকের পাবনা শাখায় পরিচালিত অডিট দলের সদস্য হিসেবে যোগদান করি। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্র দৃষ্টে দেখা যায় যে, ভুয়া ভাউচার তৈরির মাধ্যমে ব্যাংকের ক্লিয়ারিং এ্যাডজাষ্টিং একাউন্ট হতে মোট ১,৬৯,৫৫,৮৬৬/৮২ টাকা এবং সানড্রি একাউন্ট হতে ১৪,৯৯,১১২/৮৬ টাকা মোট ১,৮৪,৫৪,৯৭৯/৬৮ টাকা ১৮টি কাষ্টমার ডিপোজিট হিসাবে অবৈধভাবে স্থানান্তর করে উত্তোলন করা হয়েছে। উক্ত সময়ে শাখার ক্লিয়ারিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন জুনিয়র অফিসার জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান। তিনি ভুয়া ভাউচার প্রস্তুত

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করে ব্যাংকে ব্যবহৃত সফটওয়ার T-24-এ ইনপুট প্রদান করেন। যা অথরাইজড অফিসার অন্যান্য কাজের সাথে উক্ত ইনপুটকৃত ভাউচার সমূহ অথরাইজড করেছেন। পরবর্তীতে জুনিয়র অফিসার মোঃ হাসানুজ্জামান গ্রাহকের নিকট থেকে চেক সংগ্রহ করে টাকা উত্তোলন পূর্বক আত্মসাৎ করেছেন। শাখা পরিদর্শনকালে মোঃ হাসানুজ্জামান মৌখিক ও লিখিতভাবে উক্ত টাকা আত্মসাতের কথা স্বীকার করেছেন। এ বিষয়ে একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করে কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করেছি। প্রতিবেদনে আমার স্বাক্ষর আছে। এই আমার বক্তব্য। লিপিবদ্ধকারী স্বা/- অস্পষ্ট ০৭.০৪.২০১৩ মোহাঃ মোশাররফ হোসেন উপ-সহকারী পরিচালক দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, পাবনা। সাক্ষী জনাব মোঃ কামাল হোসেন, অফিসার, ইন্টারন্যাশনাল অডিট এন্ড ইন্সপেকশন ডিভিশন, প্রাইম ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা, পিতা- মোঃ আবুল কাসেম, গ্রাম- উজানিসার, ডাক- ঘাটিয়ারা, থানা ও জেলা- বাহ্মনবাড়ীয়া এর ফৌঃ কাঃ ১৬১ ধারামতে রেকর্ডকৃত জবানবন্দী। সূত্রঃ পাবনা থানা মামলা নং- ৩৪ তা- ১৮.০৬.২০১২ ধারা- ৪২০/৪৬৫/৪৬৮/৪৭১/৪০৮/৪০৯ দঃ বিঃ। আমি মোঃ কামাল হোসেন। আপনাকে পাবনা থানা মামলা নং- ৩৪ তাং- ১৮.০৬.২০১২ এর তদন্তকারী কর্মকর্তা জেনে আপনার জিজ্ঞাসায় জানাচ্ছি যে, আমি প্রাইম ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল অডিট এন্ড ইন্সপেকশন ডিভিশনে অফিসার হিসেবে কর্মরত আছি। অডিট ডিপার্টমেন্টের পত্র সংখ্যা নং- HO/A&I/SI-Pabna/2012/1085 তাং ২০.০৫.২০১২ মোতাবেক ব্যাংকের পাবনা শাখায় পরিচালিত অডিট টিমের সদস্য নিযুক্ত হই। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ভুয়া ভাউচার তৈরির মাধ্যমে ব্যাংকের ক্লিয়ারিং এ্যাডজাষ্টিং একাউন্ট হতে ১,৬৯,৫৫,৮৬৬/৮২ টাকা এবং সানড্রি একাউন্ট হতে ১৪,৯৯,১১২/৮৬ টাকা মোট ১,৮৪,৫৪,৯৭৯/৬৮ টাকা ১৮টি কাষ্টমার ডিপোজিট এ্যাকাউন্টে অবৈধভাবে স্থানান্তর করে উত্তোলন পূর্বক আত্মসাৎ করা হয়েছে। উক্ত সময়ে শাখার ক্লিয়ারিং অফিসার ছিলেন জুনিয়র অফিসার মোঃ হাসানুজ্জামান। তিনি ভুয়া ভাউচার প্রস্তুত করে ব্যাংকে ব্যবহৃত সফটওয়ার T-24-এ ইনপুট প্রদান করেন। যা অথরাইজড অফিসার দিনের অন্যান্য কাজের সাথে উক্ত ইনপুটকৃত ভাউচার সমূহ অথরাইজ করেছেন। পরবর্তীতে মোঃ হাসানুজ্জামান হিসাবধারীর নিকট থেকে চেক সংগ্রহ করে টাকা উত্তোলন পূর্বক আত্মসাৎ করেছেন। পরিদর্শনকালে মোঃ হাসানুজ্জামান মৌখিক ও লিখিতভাবে উক্ত টাকা আত্মসাতের কথা স্বীকার করেছেন। এ বিষয়ে একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করে কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করেছি। প্রতিবেদনে আমার স্বাক্ষর আছে।

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এই আমার বক্তব্য। *লিপিবদ্ধকারী* *স্বা/- অস্পষ্ট* *০৭.০৪.২০১৩* *মোহাঃ মোশাররফ হোসেন* *উপ-সহকারী পরিচালক* *দুর্নীতি দমন কমিশন* *সমন্বিত জেলা কার্যালয়, পাবনা।* *সাক্ষী জনাব এ. বি. এম হাবিবুর রহমান, ভাইস প্রেসিডেন্ট, অডিট এন্ড ইন্সপেকশন ডিপার্টমেন্ট, প্রাইম ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা, পিতা- মৃত মাওলানা মোঃ আব্দুল্লাহ, হাজীবাগ মসজিদ লেন, টুটপাড়া, খুলনা এর ফৌঃ কাঃ ১৬১ ধারামতে রেকর্ডকৃত জবানবন্দী।* *সূত্রঃ পাবনা থানা মামলা নং- ৩৪ তা- ১৮.০৬.২০১২ ধারা- ৪২০/৪৬৫/৪৬৮/৪৭১/৪০৮/৪০৯ দঃ বিঃ।* *আমি এ. বি. এম হাবিবুর রহমান। আপনাকে পাবনা থানা মামলা নং- ৩৪ তাং- ১৮.০৬.২০১২ এর তদন্তকারী কর্মকর্তা জেনে আপনার জিজ্ঞাসায় জানাচ্ছি যে, আমি প্রাইম ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার অডিট এন্ড ইন্সপেকশন ডিপার্টমেন্টে আগষ্ট/২০১০ থেকে অদ্যাবধি কর্মরত আছি। আমি প্রাইম ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয় এর পত্র নং- HO/A and I/SI-Pabna/2012/1085 তারিখ- ২০.০৫.২০১২ এবং সংযোজিত পত্র নং- HO/A and I/SI-Pabna/2012/2016 তারিখ- ২০.০৫.২০১২ এর মাধ্যমে আদিষ্ট হয়ে পাবনা শাখায় একটি নিয়মিত ও একটি বিশেষ পরিদর্শন দলের প্রধান হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে পাবনা শাখায় পরিদর্শন করি। উক্ত টিমে আমিসহ মোট তিনজন সদস্য ছিলাম। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র দৃষ্টে দেখা যায় যে, ভুয়া ভাউচার তৈরির মাধ্যমে ব্যাংকের ক্লিয়ারিং এ্যাডজাষ্টিং একাউন্ট হতে মোট ১,৬৯,৫৫,৮৬৬/৮২ টাকা এবং ব্যাংকের আর একটি নিজস্ব হিসাব সানড্রি একাউন্টস হতে ১৪,৯৯,১১২/৮৬ মোট টাকা ১,৮৪,৫৪,৯৭৯/৬৮ মোট ১৮টি কাষ্টমার ডিপোজিড হিসাবে অবৈধভাবে স্থানান্তর করে উত্তোলন করা হয়েছে। উক্ত সময়ে শাখার ক্লিয়ারিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন জুনিয়র অফিসার জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান। তিনি উক্ত ভুয়া ভাউচার প্রস্তুত করে ব্যাংকে ব্যবহৃত সফটওয়ার T-24- এ ইনপুট প্রদান করেন। যা অথরাইজড অফিসার অন্যান্য কাজের মধ্যে উক্ত ইনপুট সমূহ ভাউচার অথরাইজড করেছেন। শাখা পরিদর্শনকালে জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান মৌখিক ও লিখিত ভাবে টাকা আত্মসাতের কথা স্বীকার করেছেন। এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে কতৃপক্ষের নিকট দাখিল করেছি। প্রতিবেদনে আমার স্বাক্ষর আছে। পরবর্তীতে আত্মসাৎকৃত টাকার পরিমান আরো উদঘাটিত হয়েছে।* *এই আমার বক্তব্য।*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		লিপিবদ্ধকারী *স্বা/- অস্পষ্ট* *০৪.০৪.২০১৩* *মোহাঃ মোশাররফ হোসেন* *উপ-সহকারী পরিচালক* *দুর্নীতি দমন কমিশন* *সমন্বিত জেলা কার্যালয়, পাবনা।* **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় পি,ডব্লিউ-৪, পি,ডব্লিউ-৭, পি,ডব্লিউ-৮ এর সাক্ষ্য এবং জেরা নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-** *"পি, ডব্লিউ-৪* *আব্দুল মতিন* *আমি এজাহারকারী। আসামী হাসানুজ্জামান পিতা হায়দার আলী। শহিদ মশিউর রহমান সড়ক, পুরাতন কসবা, পুলিশ লাইন গেট, যশোর। সে প্রাইম ব্যাংক পাবনা শাখায় ১৯.০৬.২০১০ জুনিয়র অফিসার হিসাবে কর্মরত ছিল। সে ২/১/১২ তারিখ থেকে ৭/৫/১২ এর মধ্যকার সময়ে ব্যাংকের ১,৭৩,৫৬,০০০/- টাকা আত্মসাৎ করেছে। সে Clearing house এর দায়িত্ব পালন করে। দায়িত্ব পালনকালে টাকা কালেকশন করে গ্রাহকের হিসাবে জমা না করে জালিয়াতি করে টাকা আত্মসাৎ করে। আমরা T.T. করার জন্য ২১/৩/১২ তারিখে ৪০ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করি আসামীকে ২২/৪/১২ তারিখে ১.৪৫ কোটি টাকা ১৫/৪/১২ তারিখে ৪০ লক্ষ টাকা T.T. করার জন্য আসামীর কাছে প্রদান করা হয়। সে উক্ত টাকা যে পাঠায় নাই এবং উক্ত থেকে কিছু টাকা আত্মসাৎ করে। সে মোট ১,৭৩,৫০০০০/- টাকা আত্মসাৎ করে। এই সেই এজাহার প্রদ-৪। উহাতে আমার স্বাক্ষর প্রদ-৪/১। আসামী টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য লিখিত অঙ্গীকারনামা দাখিল করেছে। ১৪/৯/১৪ তারিখে ১টা অঙ্গীকারনামা দাখিল করে। "* *"পি,ডব্লিউ-৭* *সাফকাত-উল আলম* *ঘটনার সময় পাবনা প্রাইম ব্যাংকে কর্মরত ছিলাম। ১০/৫/১০-১৬/৮/১৬ পর্যন্ত কর্মরত ছিলাম। ব্যাংক সুষ্টুভাবে পরিচালনার জন্য ২৯/১১/১১ তারিখে ব্যাংক আদেশ হয়। আসামী হাসানুজ্জামানকে Clearing এর দায়িত্ব দেওয়া হয় ২০১২/মে মাসের প্রথম সপ্তাহে টাকা লেনদেন বিষয়ে অসংগতি মনে হয়। উহা আমি আব্দুর রহমানের সাথে Manager মতিনকে জানাই। তখন ম্যানেজার সাহেব হাসানুজ্জামানকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে বলে। জিজ্ঞাসাবাদে হাসানুজ্জামান এক পর্যায়ে টাকা আত্মসাতের কথা স্বীকার করে এবং নোটারী Public এর মাধ্যমে হলফনামা দেয়। হাসানুজ্জামানের স্ত্রীও একটা হলফনামা দেয় যে তার স্বামী টাকা আত্মসাৎ করেছে। আসামী হাসানুজ্জামান ১,৯৮,৭১৮৭৭/০৪ টাকা আত্মসাৎ করেছে। ১২৬১৬২৮০/০৪ ঢাকা আসামী পরিশোধ করে। ৭২৫৫৫৯৮/- টাকা এখন পর্যন্ত আসামী পরিশোধ করে নাই।* *XXX* *আসামী পলাতক।"*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

"পি, ডব্লিউ-৮

আব্দুর রহমান

১৯/৫/১০ তারিখে প্রাইম ব্যাংক পাবনা শাখায় কর্মরত ছিলাম। ৮/১০/১৫ তারিখ পর্যন্ত পাবনা শাখায় ছিলাম। ২০১৬ সালের মে মাসে আসামী হাসানুজ্জামান ব্যাংকের Clearing শাখায় কর্মরত ছিল। আমি সাধারণ Bankering ও Loon শাখায়। আসামী ২০১২ সালের মে মাসের একটা লেনদেন বিষয়ে সন্দেহ হয়। তখন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে এটা জ্ঞাত করি। আসামী আমাদের কাছে স্বীকার করে যে সে টাকা আত্মসাৎ করেছে। ১,৭০০০০০/- টাকা আসামী ফেরত দেয় এবং ১৯৮৭১৮৭৭/০৪ টাকা আত্মসাতের তথ্য সর্বশেষে উদঘাটিত হয়। পরে ১২৬১৬২৮০/০৪ টাকা পরিশোধ করে। ৭২৫৫৫৯০/- টাকা আসামীর কাছে পাওনা আছে এবং আসামী উহা আত্মসাৎ করেছে। ২৭/৫/১২ তারিখের ৩ টা অঙ্গীকারনামা প্রদ-৫ সিরিজ।

XXX

আসামী পলাতক।"

প্রাইম ব্যাংকে সফটওয়ার এর মাধ্যমে লেনদেন পরিচালিত হয়। জুনিয়র অফিসার সর্বক্ষেত্রেই একাউন্ট হোল্ডার বা অভ্যন্তরীন লেনদেনের অর্থের পরিমান এবং তার স্বপক্ষে ভাউচার তৈরী করে ব্যাংকের সফটওয়ার সিস্টেমে উক্ত অর্থের পরিমান ইনপুট করেন। পরবর্তীতে উর্দ্ধতন অফিসার ভাউচার এবং সফটওয়ার সিস্টেম এর মধ্যে প্রবেশ করে ভাউচার এবং সফটওয়ার সিস্টেম অর্থের পরিমান সঠিক আছে কিনা যাচাই করে অথোরাইজ করেন তারপরেই একজন একাউন্ট হোল্ডারের হিসাব নম্বরে টাকা যোগ হয় এবং ভাউচারে শাখা প্রধান অথবা শাখা সহকারী শাখা প্রদান স্বাক্ষর করলে উক্ত লেনদেন সম্পন্ন হয়।

টাকা লেনদেনের ব্যাংকের নিয়ম হচ্ছে প্রথমতঃ ব্যাংকের সফটওয়ার সিস্টেম এর ক্ষেত্রে ২ জন অফিসারের প্রয়োজন হয় অর্থাৎ জুনিয়র অফিসার অর্থের পরিমান ইনপুট দেয় আর সিনিয়র অফিসার বা অন্য অফিসার যেমন শাখা প্রদান, সহকারী শাখা প্রধান বা অন্য উর্দ্ধতন যে অফিসারের দায়িত্ব থাকে সে উক্ত লেনদেনের অর্থ সঠিক আছে কিনা যাচাই করে অথোরাইজ করার পর একাউন্ট হোল্ডারের একাউন্টে টাকা জমা হয় এবং উক্ত লেনদেন একটা ব্যাংক হিসাবে রকম ফের অনুযায়ী ভাউচার হবে যেখানে ৩ জন অফিসারের স্বাক্ষর প্রয়োজন (১) জুনিয়র অফিসার (২) পরবর্তী অথোরাইজ অফিসার (৩) সর্বশেষ সহকারী শাখা প্রধান অথবা সহকারী শাখা প্রধান।

এছাড়া ব্যাংকের লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রতিদিনের হিসাব প্রতিদিন নিস্পন্ন করা হয়। কোনভাবেই এক দিনের জন্যও কোন লেনদেন কম বা বেশী করা শাখা প্রদানের

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

অগোচরে করা সম্ভব নয়। এতদ্‌সত্ত্বেও প্রত্যেক সপ্তহেই শাখা প্রদানকে হেড অফিসে টাকা বুঝিয়ে দিতে হয়।

ফলে শাখা প্রধান বা অন্যান্য অফিসারের অগোচরে শুধুমাত্র একজন জুনিয়র অফিসারের দ্বারা কোনভাবে কোন লেনদেন সম্ভব না। আলোচ্য মামলায় ঘটনা প্রায় ০৪(চার) মাস যাবৎ যেখানে শতাধিক লেনদেন হয়েছে। উক্ত লেনদেন সমূহে সফটওয়ার এবং ভাউচার দু জায়গায়ই উর্দ্ধতন কতৃপক্ষের অনুমোদন ও স্বাক্ষর রয়েছে।

যখনই কোন বড় অংকের টাকা চেকের মাধ্যমে উত্তোলন করা হয় তখনই সিনিয়র অফিসার, প্রিন্সিপাল অফিসার এবং কেশ অফিসার উক্ত চেকটি পরীক্ষা করেন ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী। ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী বড় লেনদেনের ক্ষেত্রে তিনজন অফিসারের মধ্যে দুই অথবা তিনজনের স্বাক্ষর আবশ্যক। এছাড়াও প্রাইম ব্যাংকের নমিনেটেড অফিসার এর দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট অফিসারেরও একটি দায়িত্ব থাকে। সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট অফিসারের দায়িত্ব ছিল নমিনেটেড প্রাইম ব্যাংকের অফিসারের সাক্ষর সঠিক কি সঠিক নয় যাচাই করা।

৩ সদস্যের তদন্ত কমিটির উচিত ছিল সংশ্লিষ্ট সময়ের **“ transaction portfolio”** জব্দ করা এবং উক্ত **“transaction portfolio”** পর্যবেক্ষন করে তর্কিত চেকের সেকেন্ড অফিসার এবং চেকের উপর তার স্বাক্ষর এটি তদন্ত করে টাকাটি কোথায় যাচ্ছে এবং কে উত্তোলন করছে তা ট্র্যাক করা।

যদিও অত্র আপীলকারী মোঃ হাসানুজজামান হলফনামা সম্পাদনের মাধ্যমে উক্ত আত্মসাৎকৃত টাকা একক প্রচেষ্টায় অন্য কোন কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাহায্য ব্যতিরেকে আত্মসাৎ করেছেন মর্মে বর্ণনা করেছেন এবং আত্মসাৎকৃত টাকার মধ্যে হতে ১,২৬,১৬,২৮০/০৪ টাকা তার হিসাব নম্বর ১৮৯২১০৪০০০০০০৬ মাধ্যমে পরিশোধ করেছেন তা স্বত্ত্বেও জাল জালিয়াতির মাধ্যমে ১,৭৩,০০০০০/- (এক কোটি তেয়াত্তর লক্ষ) টাকা উত্তোলন একজন সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত এক বছরের কিছু অধিক প্রবেশনাল অফিসারের পক্ষে এককভাবে কোনভাবেই সম্ভব নয়। উপরিল্লিখিত পর্যালোচনায় এটি স্পষ্ট প্রতিয়মান যে, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের অনেকেই এর সাথে জড়িত ছিল।

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক গঠিত তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির বিগত ইংরেজী ২০.০৫.২০১২ তারিখের প্রতিবেদনের ৩নং মতামতে স্পষ্টত বলা হচ্ছে যে, **“As manager operation of the branch Mr, Alam singed**

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		all the vouchers prepared by Mr. Hasanuzzaman Palash both actual and fake without any kind of checking and without affixing seal i.e. transferred, clearing cash etc. in most of the cases.”
		“He has never collected the month wise balance statement from Sonali Bank Limited to match/check the same with the statement of affairs with the branch asset head balance with other bank (Sonali Bank Ltd.) or Bangladesh bank. He has no signature on the clearing register of the branch.”
		অর্থাৎ তদন্ত কমিটির তদন্তেই এটি উঠে এসেছে যে ম্যানেজার অপারেশন পুবালী ব্যাংক লিমিটেড, পাবনা শাখার তৎকালীন ম্যানেজার অপারেশন শফিকুল আলম সকল ভাউচারে স্বাক্ষর করেছেন। অর্থাৎ তার স্বাক্ষরেই প্রতিটি সত্যিকার এবং নকল ভাউচারগুলো পাশ করা হয়েছে। তদন্ত কমিটির উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, তৎকালীন ম্যানেজার অপারেশন শফিকুলের অন্যতম দায়িত্ব ছিল সোনালী ব্যাংক লিমিটেড থেকে মাসিক ব্যালেন্স স্ট্যাটমেন্ট সংগ্রহ করা কিন্তু তিনি সেটি করেননি।
		তদন্ত প্রতিবেদনের ৪র্থ মতামতে তদন্ত কমিটি খন্দকার আব্দুল মতিন সম্পর্কে বলেছেন যে, **“As head of branch Mr. Matin is also responsible for this misappropriation due to lack of supervision, monitoring and allowing Mr. Hasanuzzaman to commit such type misappropriation continuouslym”** অর্থাৎ খন্দকার আব্দুল মতিনকে শাখার প্রধান হিসেবে অত্র অর্থ আত্মসাতের জন্য সরাসরি দায়ী করা হয়।
		তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন শেষে অভিমত প্রদান করেন যে, **“After detailed investigation it appears that due to the combined /group negligence, inefficiency and lack of knowledge about the assigned jobs/duties of the head of branch, manager operations credit and GB in charges of the branch Mr. Hasanuzzaman Palash, JO has got the scope**

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		to commit this type of fraud forgeries and exposed the bank to suffer a financial loss of Tk. 184.54 lac. It is our keen observation that if the responsible officials of the branch follow their assigned jobs/responsibilities from everyone's end properly and follow their part of the circulars/manuals of the bank meticulously and strictly this type of misappropriation could be avoided easily." অর্থাৎ কমিটির মতামতে এটি কাঁচের মত স্পষ্ট যে, ব্যাংক ম্যানেজার, শাখা প্রধান, ম্যানেজার অপারেশন এবং অন্যান্য সকল কর্মকর্তা দ্বারা ব্যাংকের যাবতীয় সার্কুলার এবং ম্যানুয়াল তথা নিয়মনীতি ভঙ্গের কারনে উক্ত আত্মসাৎ সংঘটিত হয়েছিল। স্পষ্টত ব্যাংকের উপরিল্লিখিত কর্মকর্তাদের প্রত্যক্ষ মদদে ও নেতৃত্বেই ব্যাংকের অত্র এক কোটি তেয়াত্তর লক্ষ টাকা আত্মসাৎ হয়েছে। তদন্ত কমিটির উপরিল্লিখিত মতামত সত্ত্বেও দুর্নীতি দমন কমিশন তা আমলে না নিয়ে শুধুমাত্র একজন অতি সাধারন সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যাংকের চাকুরে জুনিয়র অফিসারকে একমাত্র আসামী করে অভিযোগ পত্র দাখিল করে তদন্তকারী কর্মকর্তাও প্রমাণ করেছেন যে তিনিও দুর্নীতিমুক্ত নন। বিজ্ঞ বিচারিক আদালত কর্তৃক অত্র আপীলকারীকে সাজা প্রদান দুঃখজনক। সার্বিক পর্যালোচনায় এতে আমার অভিমত এই যে, অত্র মোকদ্দমা দায়ের, তদন্ত, অভিযোগপত্র দাখিল এবং বিচারে প্রত্যেকটি পর্যায়ে চরম অনিয়ম এবং আইন ও ন্যায়নীতি বরখেলাপের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। কতিপয় নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অত্র আপীলটি মঞ্জুরযোগ্য। **অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র আপীলটি মঞ্জুর করা হল।** বিজ্ঞ বিশেষ জজ, পাবনা ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ০২/২০১৪-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১০.০৪.২০১৭ তারিখের প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হল । অত্র রায় ও আদেশের কপি প্রাপ্তির ১(এক) মাসের মধ্যে বিগত ইংরেজী ২৫.১১.২০১৯ তারিখে আপীলকারীকে জামিন প্রদানের সময় আপীলকারী হতে গৃহীত ১০ লক্ষ টাকা আপীলকারীকে ফেরত দেওয়ার জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হল। অত্র রায় ও আদেশ প্রাপ্তির ১(এক) মাসের মধ্যে ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করতঃ রায়ের গর্ভে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়ের ভিত্তিতে এতদ্‌বিষয়ে পুঙ্খানুপঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক পুনঃ তদন্ত করে উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পুনরায় মামলা দায়ের করার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রাইম ব্যাংক

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		লিমিটেডকে নির্দেশ প্রদান করা হল। অত্র রায়ের অনুলিপি ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডকে পাঠানোর জন্য সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।